থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE

An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013-16

Editor

Bivash Bishnu Chowdhury

Title: একটি টুকরো কথোপকথন [*Ekti Tukro Kathapokathan*]
Author(s): Edited by Bivash Bishnu Chowdhury
Published: 23 December 2016
DOI: https://doi.org/10.63698/thespian.v4.1.RNZX4841
একটি টুকরো কথোপকথন © 2016 by Bivash Bishnu Chowdhury is licensed under CC BY-NC 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Yr. 4, Issue 7-8, 2016

Autumn Edition
September-October

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

একটি টুকরো কথোপকথন

সম্পাদনা – বিভাস বিষ্ণু চৌধুরী
পি. এইচ. ডি রিসার্চ স্কলার,
ইংরেজী বিভাগ, বিশ্বভারতী,
শান্তিনিকেতন।

বাংলা ভাষায় লিখিত নাটক মানেই বাংলা নাটক না। বাংলা সংস্কৃতির আদলে লেখা নাটকটাই বাংলা নাটক। - ইউসুফ হাসান অর্ক

শান্তিনিকেতনে অবস্থিত ভারত সরকারের 'পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র' আয়োজিত নাট্যোৎসবে বাংলাদেশের নাট্য সংগঠন 'মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়' মঞ্চস্থ করে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'সাপুড়ে' গল্প অবলম্বনে নাট্য 'নীলাখ্যান'। নির্দেশনায় ছিলেন বাংলাদেশের 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে'র 'নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে'র বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ইউসুফ হাসান অর্ক। তার সাথে শান্তিনিকেতন তথা পশ্চিমবঙ্গের বিদগ্ধ নাট্যজন এবং বিশ্বভারতীর ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক অভিজিৎ সেনের প্রযোজনা পরবর্তী আলাপচারিতার কিছুটা অংশ (বাংলা নাট্যের বর্ণনাত্মক আঙ্গিক প্রসঙ্গ অংশ) প্রয়োজন বোধে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হলো।

...

অর্ক: ...১৯৯১ সালে কুদ্দুস বয়াতীর সাথে সেলিম আল দীনের একটা interaction হয় । সেটা রেকর্ড করে আমাদের [নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জা.বি.] department। অনাড়ম্বর একটা interaction। ওই পুরো interview টা ওখানে [জা.বি. জার্নাল (থিয়েটার ষ্টাডিজ-সংখ্যা ২২, জুন ২০০৫)] আছে। ওই interview টার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

ওটার বিশেষত্বটা হচ্ছে একজন নাট্যকার [সেলিম আল দীন] ও একজন অভিনেতা [কুদ্দুস বয়াতী]। দুইজনেই বর্ণনাত্মক আঙ্গিকটাকে দুই জায়গা থেকে দেখছে।

অভি: আচ্ছা দুটো প্রশ্ন করি? একটা হচ্ছে যে, এই ধরনের narrative টার তো এখন একটা Audio Reception তৈরী হয়ে গেছে আর হতে হতেই তো [সবকিছু] একটা convention-এ দাঁড়িয়ে যায়। এটার পরে কি আবার সেখান থেকে ভেঙ্গে বেরোবার দরকার পড়ে। মানে conventionটা বারে বারে ব্যবহার হতে হতে আবার একটা জায়গায় আটকে যায় কিনা। তখন কি সেটা থেকে আবার ভেঙ্গে বেরোবার দরকার আছে?

অর্ক: মানে ঠিক ভাঙ্গা নয়। যেমন ধরেন, আমরা কিন্তু কখনই বলি নাই এটা [বর্ণনাত্মক নাট্য আঙ্গিক] আমাদের আবিষ্কার। এটা আমাদের tradition-এই ছিলো। ওটা তো আমরা ভাঙ্গি নাই, পুনরুদ্ধার করেছি। পুনরুদ্ধার করে এটা করেছি। কিন্তু আমি যেহেতু সময়োপযোগী বা যুগোপযোগী নতুন মানুষের সামনে করছি তখন আমি মনে করি যে তার core motif টাকে ঠিক রেখে তার পরিমার্জনা....পরিমার্জনা বলা ঠিক হবে কিনা জানি না। ...মানে core একটি শক্তি থাকে তো সংস্কৃতির। যেমন narrative বা গল্প বলার যে ধরন সেখানে গল্পটাকে কত অভিনব ভাবে বলা যায়, সেই জায়গাটার experiment হতে পারে বলে আমার মনে হয়। কিন্তু গল্প বলার ভঙ্গিটা কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় রুচির সাথে জড়িত। মানে Story Telling টা। ইউরোপেও এটা ছিলো। কিন্তু ওটা core না ওদের। ওটা একটা আঙ্গিক হিসেবে ছিলো। এইখানে আমার কাছে যেটা মনে হয় এটা যদি ভাঙ্গতেই হয় তাহলে ঐ ornamentation-এর জায়গায় গিয়ে ভাঙ্গা উচিৎ, narration-এর নিউক্লিয়াস টাকে ঠিক রেখে। আমরা বলতে চাচ্ছি যে, বা আমার department যেটা বলতে চায়, ব্রেখটিয়ান narrative-এর যে ঢঙ সেটাতে দৃশ্য গ্রন্থনার জন্য narrativeটা আসছে, আমাদের narrativeটা কিন্তু তা না। narrative-এর তোড়েই দৃশ্য আসছে। গল্প বলতে বলতে দৃশ্যের অবতারনা হচ্ছে। দৃশ্যকে

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

জুড়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু narrative আসে নাই। ওখানেই কিন্তু বাংলা narrative-এর সাথে ইউরোপীয়ান Narrative-এর বিশাল পার্থক্য। বিশেষ করে ব্রেখট-এর narrative-এর সাথে। ওই জায়গাটা আমরা establish করতে চাচ্ছি। আমার মনে হয় আরো দশ পনেরো বছর লাগবে সেই স্বকিয়তায় পৌঁছাতে। সেই পর্যন্ত আমাদের নীরিক্ষণটা করে যাওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। এইটাই অনেকে বুঝতে পারছে না। এই যে আমি যে জায়গাটার কথা বল্লাম এটা বাংলাদেশেরই অনেকেই বুঝতে পারছে না। তারা বলছে, হ্যাঁ, এটা তো ব্রেখট। একবার Fritz Benefitz গিয়েছিল বাংলাদেশে, ব্রেখটের শিষ্য। উনি প্রথমেই দেখে বলতেছে যে, হ্যাঁ, এটা তো ব্রেখট। পরে বলতেছে, না, এটা ব্রেখট না। সেলিম আল দীনের সাথে তার প্রায় ৬মাস লেখালেখি হয়েছিল এটা নিয়ে। এটা আমি ৯০ সালের দিকের কথা বলছি। উনি শেষ পর্যন্ত বলছেন, না, এটা ব্রেখট নয়, But Narrative। আমরা জাপানের 'নো' কেও তো narrative বলছি। ওরা বলে 'কাতারি মনো'। কারণ 'নো' তে তো একটা লোক এসেই গল্পটা বলে এক অর্থে। সেটাও তো একটা narrative। সেটা কিন্তু একেবারে *Japanised* Way-তেই আছে। আমরা চাইছি আসলে বাংলাদেশের বাংলা নাটকটা বঙ্গীয়কৃত অবস্থাতেই থাকুক। ওইদিন আমি একটা সেমিনারে বলছিলাম, বাংলা ভাষায় লিখিত নাটক মানেই বাংলা নাটক না। বাংলা সংস্কৃতির আদলে লেখা নাটকটাই বাংলা নাটক। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। নাইলে তো হয় না। আদলটা তো থাকতে হবে, Motif টাতো থাকতে হবে। অনেক Westernise Composition কিন্তু এখানে ('নীলাখ্যান' নাট্যের কথা বলছেন) আসছে। কিন্তু.....

অভি: হ্যাঁ, হ্যাঁ, in fact সেটাই আমার 2nd Question ছিলো। সেটা হচ্ছে যে, narrativeটাকে আপনি ধরছেন একদম দেশজ উপাদান থেকে কিন্তু আপনি যখন এই মঞ্চে (প্রসেনিয়াম) করছেন; সেক্ষেত্রে light-এর ব্যবহার যখন আসছে, এছাড়া অন্যান্য appendix গুলো...

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

অর্ক: আমি এই মঞ্চে কাজ করার একদমই পক্ষে না। আমি এই মঞ্চে একেবারেই কাজ করি না। এটা কিন্তু একেবারেই compromise। আমরা call Show-এর ক্ষেত্রে যেটা করি আর কি।

অভি: না, ধরুন, আপনি করলেন, কিন্তু light এর ব্যবহার করলেন না। তাহলে...

অর্ক: আমি এই জায়গাটায় আপনার কাছে একটা কৈফিয়ত দিতে চাচ্ছি। কৈফিয়ত মানে কি – যেমন লাইটের ব্যবহার টা, এটা নিয়ে আমার প্রধান দ্বিমত ছিলো আমার designer-এর সঙ্গে। তিনি আরো অনেক আড়ম্বরপূর্ণ লাইট ব্যবহার করেছিলেন। আমি এগুলো কাটছি, কাটছি, কাটছি; আমি চেয়েছি একদমই colorটা off ই করে দেব। আমি শুধু cyclo-এর colorটা রাখবো। যখন যা mood আসবে আমি সবগুলোই cyclo তে use করব আর বাকী সব spot light থেকে হবে।

অভি: হ্যাঁ, কিন্তু cycloটাই বা কেন।

অর্ক: cycloটা আমি কেন রাখতে চাইছি... এখানে west কিংবা east-এ আবদ্ধ না থেকে আমি আসলে সংগীত বা সংগীতময়তাটাকে মূল উপজীব্য ধরছি এই নাটকে। আমি 'নির্দেশকের কথা'য় লিখেছি, "গীতের পালকিতে করে আমি একটি গল্প এনেছি, মেনে নেবেন না মনে নেবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার"। মানে গীতের পালকিটা মানে গীতটা কিন্তু মূল। এখানে গীত একটা জগৎ তৈরী করছে। সেখানে colorটা আপনাকে help করতে পারে image তৈরীতে। এখানের [মঞ্চের] image না কিন্তু, দর্শকের নিজের মনে যে image তৈরী করছে সেটা। সেটাতে একটা help করতে পারে color টা। সেজন্য আমি cyclo টাকে canvas হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছি আসলে। শুধুমাত্র canvas। এই মঞ্চে আমি অন্য কোনো visual তৈরী করতে চাইনা মানে লাইট দিয়ে অন্তত নয়। এখনও পর্যন্ত এটাই আমার চিন্তা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকবে কিনা জানিনা। আমার সবসময়েরই শেষ কথা, এটা east-এ পড়ল না west-এ পড়ল তাতো

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

জানিনা, প্রথমেই কথা হচ্ছে লোকের ভাল লাগল কিনা। তারপরে অন্য কথা। আর আমি আর একটা নাটক করি, তারাশঙ্করের 'কবি'। ওটাতেও কোনো কিছুই নাই। এটাতে তাও দুই একটা visual তৈরী করার চেষ্টা করা আছে। মানে কাপড়ের কিছু ব্যবহার আছে। ওটাতে কিছুই নাই। ওটা ছিলো আমার মূল experiment। মানে শ্রুতিময়তা দিয়ে কীভাবে দর্শককে বসিয়ে রাখা যায়। ঐ যে narrative... আমার কাছে মনে হচ্ছিল বা এখনও মনে হয় narrative-এর মূল বৈচিত্র্যই কিন্তু শ্রুতিময়তায়। আর বাংলা narrative-এর শক্তিটাই হচ্ছে গীতময়তায়। মানে শ্রবনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে একটা stimuli তৈরী করে। আমি এখনো এটাই ভাবছি। কোনো কিছুরই তো শেষ বলা যায় না। ঐজন্যই ঐটাতে [কবি] আর এটাতে [নীলাখ্যান] আমি সঙ্গীতটাকে আশ্রয় করে গল্পটাকে বলবার চেষ্টা করেছি। এখানে আপনি যে গানগুলো শুনেছেন সেগুলো কিন্তু গান হিসেবে লেখা না সবগুলোই গদ্য আকারে লেখা। একেবারেই গদ্য narration ছিলো। আমার সুর করা ঐ গানগুলো। এটাও কিন্তু একটা experiment যেটা বাংলাদেশের মঞ্চে হচ্ছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের নাটকেও আমি এটা করেছি। রবীন্দ্রনাথের নাটকে তো গান আছেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য যেগুলো... 'লিপিকা'র যে গদ্য... আমি 'তোতা কাহিনী' করলাম। সেটা কিন্তু আমি নিজেই সুর করেছি। সেটা গদ্যেই লেখা আছে। সেটা আমরা বলতে চাচ্ছি, বাংলা narrative-এর ভিতরে মধ্য যুগ থেকে এখন পর্যন্ত, সে গদ্যই হোক আর কাব্য, তার ভিতরে গীতের একটা switch যেন দেওয়া আছে। একটা দ্বৈতাদ্বৈততা কিন্তু আছেই। গদ্যটার মধ্যে সঙ্গীতময়তা বা চিত্রময়তা। যে কারণে সুর আরোপ করলে আরোপিত মনে হয়না, মিশে যায় যেন কোথাও।

অভি: ধরুন, এই ফর্মটা ইবসেন, শেকভের নাটকে ব্যবহার করা যাবে?

অর্ক: সেটাই ভাবছি। সেটা একবার করবার চেষ্টাও করেছিল আমাদের দু'একজন। গল্পটাতে করা যাবে কিন্তু টেক্সটাতে করা যাবে না।

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

অভি: আপনি যেটা বলছেন... আসলে basically সমস্ত culture-এর উৎপত্তি তো আসলে ritual থেকে। আর Ritual-এর মধ্যেই কিন্তু গীতিময়তাটা আছে। Theatre-এও তাই। একদম ডিথেরাম্ব থেকে কোরাসের entry – গীতিময়তাটা থাকছে।

অর্ক: শুরুতে একসাথে ছিলো পরে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

অভি: কিন্তু 19th Century Realism এসে সেটা একেবারেই Change করে দিচ্ছে। এক অর্থে abortion বা বিচ্ছিন্নতা তৈরী করছে। আমার সেজন্য হঠাৎ আপনার কথায় মনে হল, ইবসেন, শেকভ যারা realism-এর দিকে যাচ্ছে তাদের নাটককে কি উপস্থাপন করা যাবে এভাবে?

অর্ক: হ্যাঁ, আমি যেমন ডলস হাউজ নিয়ে ভেবেছি। 'ডলস হাউজ'-এ Realism/Naturalism এতটাই মিলে মিশে আছে যে কীভাবে করা যাবে। ওখানে কিন্তু Reality টা microscopic। 19th Century-এর Reality টা কিন্তু একদম Microscope দিয়ে দেখতে হবে। আর Microscope দিয়ে যদি দেখতেই হয়, তার দরকারই ছিলো ক্যানভাসটাতে একটা ড্রয়িংরুমে Intimate করা। Intimate করে ইবসেন যে realism দেখাতে চাচ্ছে তাহলে আমি যদি নির্দেশক হই, আমি করব না সেটা। কিন্তু আমি যে Realism দেখাতে চাই ইবসেন এর text থেকে, আর সেটা যদি আমার discovery হয়, সেটা কিন্তু আমি পারব, এই ফর্মেই পারব। ইবসেনের Structureটা হয়তো আমি নেবনা, ইবসেনের গল্পটা নেব। সেক্ষেত্রে আমি ইবসেন অবলম্বনে হয়তো করব।

.....

অভি: Shakespeare-এ আছে সে সম্ভাবনাটা।

অর্ক: কারণ, কাব্যময়তাটা ওতে আছে। কিন্তু ইবসেন যখন 19th century তে এলেন বা Strindberg রা, তখন কিন্তু

একটা বিশাল change এলো – যেটা স্যার [অভিজিৎ সেন] কিন্তু ঠিকই বলেছেন। ওই জায়গাটা কীভাবে ধরবে তুমি [শ্রোতৃবৃন্দকে বলছেন]। তুমি Shakespeare টাকে শুধু পাঠ করে দাওনা। ওটাতে কিন্তু একটা lyrical-ty আছেই।

অভি: হ্যাঁ, Shakespeare তো কাব্যনাট্য।

অর্ক: সেটাই। ইবসেন, Strindberg করতে গেলে গল্পটা নিয়ে অথবা গল্প অবলম্বনে নতুন করে নাট্যরূপ দেওয়া বা Rewrite করে করতে হবে। আমি যখন 'তোতা কাহিনী' করেছিলাম, একদমই 'ফোরাম থিয়েটার' Style-এ। আড়াই পৃষ্ঠার একটি গল্প নিয়ে আমরা ১ঘন্টা ১৪মিনিট করেছি। বহুজন, বহুবার, বহুল প্রযোজিত নাটক। তো আমরা কীভাবে করব। তো ওইভাবেই আমরা করি। প্রশ্ন করে করে দর্শক মঞ্চে চলে যায় – বলে দৃশ্য ঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে। ওখান থেকে উত্তর নিয়ে আমরা আমাদের ভাবনায় চলে যাই। তো সেইরকমই 'নোরা' ['এ ডলস হাউজ' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র] করতে গেলেও আমার ধারণা পরিবর্তিত যুগের নির্দেশক পরিবর্তিত মানুষের জন্য হয়তো নতুন করেই ভাববেন। যেমন: নজরুলের নাটক নিয়ে একটা বিশাল reservation আছে সবারই এবং নজরুলের নাটকের মঞ্চ সফলতা নিয়েও কিন্তু Question আছে বাংলাদেশে।

অভি: হ্যাঁ, আমি কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্য হলাম। এটা [নাট্য 'নীলাখ্যান'] কিন্তু খুবই মঞ্চসফল।

অর্ক: আমার মনে হয়, নজরুলের গল্পটাও খুব ভাল আর গীতলতাটাও খুব টানে। এই নাটকটার আরেকটা জিনিস খুব ভাল। খুব একটা relief নাই। একেবারে টানটান কিন্তু।

.....